রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ২, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ ভাদ্র ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/২৯ আগস্ট ২০১২

এস.আর.ও নং ৩০২-আইন/২০১২।—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নম্বর আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা "বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২" নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) 'অধিদপ্তর' অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(খ) 'আইন' অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(গ) 'কমিটি' অর্থ গাইডলাইন এর অধীন গঠিত জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি (এনসিবি), বায়োসেফটি কোর কমিটি (বিসিসি), প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি (আইবিসি), ফিল্ড লেভেল বায়োসেফটি কমিটি (এফবিসি);

(ঘ) 'কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব' Genetically Modified Organism (GMO) অর্থ জীব প্রযুক্তির প্রয়োগে সৃষ্টি কোন জীব;

(ঙ) 'কৌলিগত পরিবর্তিত দ্রব্যাদি' অর্থ কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব হইতে উৎপাদিত কোন পণ্য বা পণ্যসামগ্রী;

(চ) 'গাইডলাইন' অর্থ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রজ্ঞাপন নং পবম/পরিবেশ-৩/০১/সিবিবিডি-০৩/২০০৭/১৭ মূলে জারীকৃত Biosafety Guidelines of Bangladesh;

(ছ) 'জীব প্রযুক্তি' অর্থ এমন কোন প্রযুক্তি যাহা প্রয়োগের মাধ্যমে কোন জীবে (উদ্ভিদ বা প্রাণী বা অনুজীব) ঐ জীব বা ইহার কোন বুনো প্রজাতি বা সম্পূর্ণরূপে ভিন্নঅন্য কোন জীব হইতে প্রাপ্ত নতুন বৈশিষ্ট্য বা বংশগতির বাহক বা জীনের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া নতুন কৌলিগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব এর উদ্ভাবন করা হয়;

(জ) 'দূষণ' অর্থ আইনের ধারা ২(খ) তে সংজ্ঞায়িত দূষণ;

(ঝ) 'পরিবেশ' অর্থ আইনের ধারা ২(ঘ) তে সংজ্ঞায়িত পরিবেশ;

(ঞ) 'মহাপরিচালক' অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

৩। **কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি আমদানী বা রপ্তানী ইত্যাদির বাধা নিষেধ।**—(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে, কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি আমদানী, রপ্তানী, ক্রয়, বিক্রয় বা উহাদেরকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত কোন জীব বা দ্রব্যাদি সম্পর্কে কোন গবেষণা পরিচালনা বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গাইডলাইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, গবেষণালব্ধ ফলাফল বাজারজাত করিবার ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়সহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, যদি থাকে ইত্যাদির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) আওতায় অনুমোদন প্রাপ্তিসাপেক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট দেশে বিদ্যমান আমদানী রপ্তানী নীতিমালা অনুযায়ী বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানী, রপ্তানী বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসারে অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে আইন এবং উহার অধীনে প্রণীত এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিধিমালা, যদি থাকে, এবং গাইডলাইনের বিধানাবলী, ইত্যাদি অনুসরণ করিতে হইবে।

৪। **গাইডলাইনের প্রয়োগ, ইত্যাদি।**—কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশের উপর উহাদের ক্ষতিকর, বিরূপ প্রভাব ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গাইডলাইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এতদ্‌সংক্রান্ত কোন আইন বা বিধিমালার কোন বিধানের সাথে গাইডলাইনের কোন বিধান সাংঘর্ষিক বা অসংগতিপূর্ণ হইলে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধিমালার বিধান প্রাধান্য পাইবে।

৫। **পরিচিতি বা লেবেলিং প্রদান।**—কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি বহনকারী বাক্স বা মোড়কের উপর উহা যে কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব অথবা সেই জীব হইতে উৎপন্ন দ্রব্য, উহার পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি বা লেভেলিং থাকিতে হইবে যাহা এই বিষয়ে অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন তাহার অতিরিক্ত হইবে।

৬। **বিভিন্ন সংস্থার সহায়তা গ্রহণ, ইত্যাদি।**—(১) কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব অথবা সেই জীব হইতে উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানবস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোন প্রকার হুমকি বা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইলে বা পরিবেশ দূষণ ঘটিলে বা কোন প্রকার কোন দুর্ঘটনা দেখা দিলে বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকিলে উহা জরুরী ভিত্তিতে নিরসনের বা, ক্ষেত্রমত, মোকাবেলার জন্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কমিটি বা মহাপরিচালক যে কোন সময় যে কোন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, অধিদপ্তর, ইত্যাদির সহায়তা এবং সহযোগিতা চাহিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কমিটি বা মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত সহায়তা বা সহযোগিতা প্রদানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বা অধিদপ্তর বাধ্য থাকিবে।

৭। **দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিতকরণ, দায়িত্বে অবহেলা, প্রশাসনিক জরিমানা, ইত্যাদি।**—(১) কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব অথবা দ্রব্যাদি দ্বারা পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানবস্বাস্থের ক্ষেত্রে কোন প্রকার হুমকি বা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইলে বা পরিবেশ দূষিত হইলে বা কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিলে উহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ গৃহীত ব্যবস্থার বিস্তারিত প্রতিবেদন, বা তথ্যাদি যথাশ্রীঘ্র সম্ভব, বায়োসেফটি কোর কমিটি (বিবিসি) এবং ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি (এনসিবি) কে অবহিত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতি বা দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলাজনিত কারণে সংঘটিত হইলে উক্তরূপ পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি (এনসিবি), উপযুক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে, যুক্তিসংগত প্রশাসনিক জরিমানা প্রদানের আদেশসহ আইনানুগ যে কোন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক জরিমানা প্রদানের আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৮। **জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার পরিকল্পনা।**—(১) অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উহার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাঠ পরীক্ষণ এলাকায় সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা উক্ত এলাকার দূরবর্তী এলাকার সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ফিল্ড লেভেল বায়োসেফটি কমিটি (এফবিসি) কে উহার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ করিবার জন্য অবহিত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় জনসাধারণের পরামর্শ এবং তাহাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রয়োজনীয় জরুরী পরিকল্পনা পরিবীক্ষণে সক্ষম করিবার লক্ষ্যে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কার্যক্রমাধীন কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব-এর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ধরণ, ব্যাপ্তি এবং কার্যক্রম এলাকা বহির্ভূত সম্ভাব্য প্রভাবসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি এফবিসিকে সরবরাহ করিতে হইবে।

৯। **পরিবেশ দূষণ বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিজনিত অপরাধ**।—কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত কোন জীব বা দ্রব্যাদি দ্বারা পরিবেশের দূষণ সৃষ্টি বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধিত হইলে উক্ত জীব বা দ্রব্যাদি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, রপ্তানীকারক, আমদানীকারক, মজুদকারী, সরবরাহকারী, খুচরা ব্যবসায়ী সকলেই দূষণ বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিজনিত অপরাধের জন্য দায়ী হইবেন, যদি না তাহারা প্রমাণ করিতে পারেন যে উক্ত দূষণ সৃষ্টিতে তাহার বা তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল না।

১০। **অপরাধ ও দণ্ড**।—(১) কোনব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিধি ৩ বা ৫ এর লজ্ঘন বা ৯ এ বর্ণিত দূষণ সৃষ্টি হইলে আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা ২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই বিধিমালার অধীনে উহা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ অপরাদের জন্য অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

(২) বিধি ৯ এ উল্লিখিত দূষণ সৃষ্টিকারী হিসাবে যদি কোন কোম্পানীকে দায়ী করা হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৬ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১১। **আপিল**।—বিধি ৭ এর আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আইনের ধারা ১৪ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৯, ১০ এবং ১১ অনুযায়ী আপিল করিতে পারিবেন।

১২। **পুনর্বিবেচনা (রিভিউ)**।—(১) বিধি ৩ এর আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে—

(অ) অনুমোদন না পাওয়ার কারণে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিকট, বা

(আ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট,

পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উহা নিষ্পত্তি করিবে এবং আবেদনটি মঞ্জুর বা না মঞ্জুর করা সংক্রান্ত আদেশ আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

১৩। **প্রতিবেদন দাখিল**।—(১) প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর মহাপরিচালক বা তদ্‌কর্তৃক বা গাইডলাইনে গঠিত কমিটিসমূহ কর্তৃক এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত অর্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, মহাপরিচালকের নিকট হইতে যে কোন সময় এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত কার্যাবলী বা বিষয়বলীর উপর প্রতিবেদন আহবান করিতে পারিবে এবং মহাপরিচালক উহা সরকারের নিকট প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল

উপ-সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd